রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২২, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ কার্তিক ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২১ অক্টোবর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৮৫-আইন/২০০৮।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৩৫১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা এমন কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহা দুই বৎসরের অধিকাল যাবৎ চালু আছে যাহাতে সাধারণতঃ অন্যূন ৫০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন এবং যাহাতে শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশায় বা বৃত্তিতে অন্যূন পাঁচজন শ্রমিক নিয়োজিত আছেন।

(৩) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন);

(খ) 'ফরম' অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত ফরম;

(গ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(ঘ) 'ধারা' অর্থ আইন-এর কোন ধারা;

(ঙ) 'যোগ্য কর্তৃপক্ষ' অর্থ ধারা ২৭৫ এর দফা (ক) এ সংজ্ঞায়িত যোগ্য কর্তৃপক্ষ;

(চ) 'শিক্ষাধীন' অর্থ ধারা ২৭৫ এর দফা (খ) এ সংজ্ঞায়িত শিক্ষাধীন;

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

(ছ) 'শিক্ষাধীনতা' অর্থ ধারা ২৭৫ এর দফা (গ) এ সংজ্ঞায়িত শিক্ষাধীনতা;

(জ) 'শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশা' অর্থ ধারা ২৭৫ এর দফা (ঘ) এ সংজ্ঞায়িত শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশা;

(ঝ) 'কমিটি' অর্থ ধারা ২৭৬ এর অধীন গঠিত ত্রিপক্ষীয় উপদেষ্টা কমিটি;

(ঞ) 'মালিক' অর্থ এমন ধরনের সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত ও যৌথ মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকারী ঐ সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহা বিধি ১ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে বা হইবে;

(ট) 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ শিক্ষাধীন কোন ট্রেড বা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বা সেবা প্রদানে নিয়োজিত আছেন এমন প্রতিষ্ঠান।

৩। **কমিটি গঠন পদ্ধতি**।—(১) ধারা ২৭৬ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) শ্রম পরিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা;

(চ) মালিক পক্ষ হইতে তিনজন প্রতিনিধি যাহারা উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন;

(ছ) শ্রমিক পক্ষ হইতে তিনজন প্রতিনিধি যাহারা উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) (চ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সরকার কর্তৃক, মালিকদের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা বা সংগঠনসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, মনোনীত হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) (ছ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সরকার কর্তৃক, শ্রমিকদের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা বা সংগঠনসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, মনোনীত হইবে।

(৪) শ্রম পরিদপ্তর কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৪। **কমিটির কার্যকাল**।—(১) কমিটির সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হইবে সরকারী গেজেটে তাহাদের নিয়োগ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে দুই বছর এবং উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরেও সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত একজন সদস্য তাহার দায়িত্ব চালাইয়া যাইবেন।

(২) কোন সদস্যের মেয়াদ শেষ হইবার কারণে সদস্য পদের পরিসমাপ্তি ঘটিলে অন্য কোন কারণে অযোগ্য না হইলে তিনি পুনরায় নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন।

(৩) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে প্রতিনিধিত্বের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিবে।

(৪) একজন সদস্য সরকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে উক্ত পদটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) অসদাচরণ বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত বা অন্য কোন কারণে একজন সদস্যকে কমিটিতে রাখা জনস্বার্থের অনুকূলে নহে বলিয়া বিবেচিত হইলে সরকার তাহাকে অপসারণ করিতে পারিবে।

(৬) সাময়িক শূন্যপদ পূরণের জন্য কোন ব্যক্তিকে সদস্যপদে নিয়োগ করা হইলে তিনি শুধু কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদকালের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিতে পারিবেন।

৫। **কমিটির সভা**।—(১) কমিটির সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ছয় মাসে কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার মনোনীত কোন সরকারী সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কমিটির সভার কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ মোট চারজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান ছাড়া অবশিষ্ট তিনজনের একজন সরকারী প্রতিনিধি, একজন মালিক প্রতিনিধি এবং একজন শ্রমিক প্রতিনিধি হইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মালিক বা শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণ পর পর দুইটি সভায় উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে পরবর্তী সভায় যে কোন তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(৪) সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং পক্ষে ও বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট পড়িলে চেয়ারম্যান একটি নির্ণায়ক ভোট দিতে পারিবেন।

৬। **কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য**।—(১) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) আইনের অষ্টাদশ অধ্যায় কার্যকর করিবার বিষয়ে যোগ্য কর্তৃপক্ষকে উপদেশ প্রদান;

(খ) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং সাধারণভাবে বা বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষাধীনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে যোগ্য কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা;

(গ) ভর্তির সময় শিক্ষাধীনের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা, পাঠ্য বিষয়, পাঠক্রমের মেয়াদ, পরীক্ষা, শ্রেণীবিন্যাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষাধীনতার মান সম্পর্কে সরকারকে সুপারিশ করা;

(ঘ) এই বিধিমালা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান বা এই বিধিমালা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কাজে উপদেশ প্রদান।

(২) কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক সাব-কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং কমিটি বা সাব-কমিটিতে কাজ করিবার জন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে।

৭। **মালিকের বাধ্যবাধকতা**।—(১) প্রত্যেক মালিক, যাহার উপর আইনের অষ্টাদশ অধ্যায় প্রযোজ্য, কোন বিশেষ পেশাকে শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশা হিসাবে ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশাসমূহের একটি তালিকা, অনুরূপ পেশায় বিভিন্ন শ্রেণীতে নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা এবং ধারা ২৭৭ অনুযায়ী তৎকর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষাধীনের সংখ্যা তালিকা আকারে যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশায় পরবর্তীতে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইলে অনুরূপ নিয়োগের ত্রিশ দিনের মধ্যে উহাও যোগ্য কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক মালিককে এই বিধিমালা এবং সরকারের আদেশ অনুযায়ী তাহার প্রতিষ্ঠানে একটি শিক্ষাধীনতা কার্যক্রম অনুমোদনের জন্য এবং যেখানে ইতিমধ্যেই অনুরূপ শিক্ষাধীনতা কার্যক্রম চালু রহিয়াছে, আদেশ অনুসারে উহা পুনরীক্ষণ করিতে হইবে এবং উপরোক্ত আদেশ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে এক মাস সময়ের মধ্যে যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

৮। **কারিগরী উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান**।—(১) যোগ্য কর্তৃপক্ষ, কমিটির সাথে পরামর্শ করিয়া, বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ জারি করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) বিভিন্ন শিক্ষাধীনতা পেশার জন্য ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যসূচী;

(খ) বিভিন্ন পেশার শিক্ষাধীনতার মেয়াদ এবং উহা আরম্ভের সময়;

(গ) প্রশিক্ষণের পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে পদোন্নতি অথবা শিক্ষাধীনতার অসন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য একই পদে বহাল রাখিবার পদ্ধতি ও শর্তাদি নির্ধারণ;

(ঘ) পেশার পর্যায় ক্রমিক পরীক্ষা;

(ঙ) শিক্ষাধীনতা পেশার প্রশিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা;

(চ) শিক্ষাধীনের যাচাই ও পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি এবং প্রত্যয়নপত্র ইস্যু;

(ছ) শিক্ষাধীনের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার শর্ত;

(জ) প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর চাকুরিতে নিয়োগের শর্তাদি; এবং

(ঝ) শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয় ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্দেশ জারির সময় যোগ্য কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে সুপারিশ আহবান করিতে পারিবে ।

৯ । **নিয়োগ** ।—(১) কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাধীন নিয়োগের নিমিত্ত বাছাইয়ের জন্য মালিক নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার এবং নিকটতম চাকুরি বিনিয়োগ কেন্দ্রে শিক্ষাধীনতা যোগ্য পেশায় কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি প্রদান;

(খ) যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ; এবং

(গ) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ ।

(২) শিক্ষাধীন হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য বয়স সর্বনিম্ন ১৬ বছর ও সর্বোচ্চ ২২ বছর হইতে হইবে, তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে যোগ্য কর্তৃপক্ষ এ বয়সসীমা শিথিল করিতে পারিবে ।

(৩) তালিকাভুক্তির সময় শিক্ষাধীনের শারীরিক উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য মালিক নিজ খরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন ।

(৪) শিক্ষাধীনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে সাক্ষাৎকার এবং চূড়ান্ত নির্বাচনে উপস্থিত থাকিবার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে ।

১০ । **শিক্ষাধীনতা চুক্তি** ।—(১) শিক্ষাধীনতা পেশায় নিযুক্তির প্রারম্ভে মালিক ও শিক্ষাধীন তফসিলে বর্ণিত ফরম ১ এ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং এই চুক্তি শিক্ষাধীনতা চুক্তি নামে অভিহিত হইবে এবং উভয় পক্ষই উহার শর্তাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন ।

(২) শিক্ষাধীনের বয়স ১৮ বছরের কম হইলে তাহার পিতা বা মাতা বা আইনগত অভিভাবকও শিক্ষাধীনতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) শিক্ষাধীনতা চুক্তি পত্রের তিন কপি হইবে; মালিক ও শিক্ষাধীন এক কপি করিয়া তাহাদের নিকট রাখিবেন এবং অন্য একটি কপি রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১১। **শিক্ষাধীনতার স্থায়িত্ব**।—(১) শিক্ষাধীনতা চুক্তিতে শিক্ষাধীনতার মেয়াদ উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং এই বিধিমালা অনুসারে ঘোষিত সরকারী নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন পেশার শিক্ষাধীনতার মেয়াদ ভিন্ন রকম হইতে পারিবে।

(২) কোন শিক্ষাধীন নিয়োগের আগে কোন সরকারী বা স্বীকৃত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কিছুকালের জন্য পদ্ধতিগত বৃত্তিমূলক বা কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার ক্ষেত্রে শিক্ষাধীনতার সময়সীমা আংশিকভাবে হ্রাস করা যাইবে, তবে কোনক্রমেই উক্ত হ্রাসের মেয়াদ মোট সময়সীমার অর্ধেকের বেশি হইবে না।

১২। **প্রবেশন বা অবেক্ষাকাল**।—প্রত্যেক শিক্ষাধীন নিয়োগের তারিখ হইতে তিন মাসের অবেক্ষাকাল সম্পন্ন করিবেন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে মালিক ইচ্ছা করিলে এক সপ্তাহের নোটিশ প্রদান করিয়া এবং শিক্ষাধীন ইচ্ছা করিলে মালিককে এক সপ্তাহের নোটিশ প্রদান করিয়া (যোগ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণসহ) শিক্ষাধীনতার সমাপ্তি ঘটাইতে পারিবেন।

১৩। **পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন**।—(১) প্রত্যেক মালিক ব্যবস্থাপনার কারিগরি সদস্যকে চেয়ারম্যান এবং শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও শপ ফোরম্যান ও সুপারভাইজারদের সদস্য করিয়া একটি বোর্ড গঠন করিবেন এবং উহা যোগ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত বোর্ড বিভিন্ন পেশা বিষয়ক শিক্ষাধীনের জন্য সাময়িক, বার্ষিক এবং চূড়ান্ত যাচাই ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে এবং এই বিষয়ে বোর্ড সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কার্যক্রম অনুসরণ করিবে এবং বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল তফসিলে বর্ণিত ফরম ২ এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) যে সকল শিক্ষাধীন চূড়ান্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবেন তাহাদিগকে তফসিলে বর্ণিত ফরম ৩ এ প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(৪) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং এসব পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের নম্বর প্রদানের জন্য বোর্ড দায়ী থাকিবে।

(৫) শিক্ষাধীনতার চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ যোগ্য কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল ঘোষণা ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানের কাজে অংশগ্রহণের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে পারিবে।

১৪। **বৃত্তি প্রদান**।—(১) শিক্ষাধীনতার সময়কালে মালিক নিম্নোক্ত ভিত্তিতে শিক্ষাধীনকে সাপ্তাহিক ও মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) শিক্ষাধীনতার প্রথম বছরঃ সংশ্লিষ্ট পেশার সমপর্যায়ের গ্রেডে নিযুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের মজুরীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ;

(খ) শিক্ষাধীনতার দ্বিতীয় বছরঃ সংশ্লিষ্ট পেশার সমপর্যায়ের গ্রেডে নিযুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের মজুরীর শতকরা ষাট ভাগ;

(গ) শিক্ষাধীনতার তৃতীয় বছরঃ সংশ্লিষ্ট পেশার সমপর্যায়ের গ্রেডে নিযুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের মজুরীর শতকরা সত্তর ভাগ।

(২) শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণের সময়সীমা তিন বছরের বেশী হইলে তৃতীয় বছরের পর শিক্ষাধীনতার বৃত্তির হার সংশ্লিষ্ট পেশার সমপর্যায়ের গ্রেডে নিযুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের মজুরীর সমান হইবে।

(৩) একজন শিক্ষাধীনকে ফুড়ন ভিত্তিক কাজের হিসাবে বৃত্তি দেওয়া যাইবে না।

(৪) এই বিধিতে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও একজন মালিক যে কোন শিক্ষাধীনকে তাহার প্রশিক্ষণের কোন উত্তম অগ্রগতির জন্য স্বেচ্ছায় তাহাকে উচ্চতর হারে বৃত্তি বা অন্যান্য উৎসাহপ্রদ পুরস্কার দিতে পারিবেন।

(৫) প্রশিক্ষণের পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত না হইলে শিক্ষাধীন যে শ্রেণীতে অবস্থান করিবেন তিনি সেই শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত হারে বৃত্তি পাইবেন।

১৫। **কাজের ঘন্টা, ছুটি, ইত্যাদি**।—(১) শিক্ষাধীনের কাজের ঘন্টা, ছুটি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিযুক্ত অন্যান্য শ্রমিকের অনুরূপ হইবে এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক তাহা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) কোন শিক্ষাধীনতা কর্মসূচীতে শিক্ষাধীনের জন্য অতিরিক্ত সময় কাজের ব্যবস্থা থাকিবে না এবং কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাধীনতা কর্মসূচীর স্বার্থে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অনুমতি দিতে পারিবে, তবে তাহা প্রচলিত সংশ্লিষ্ট বিধিতে নির্ধারিত সীমা এবং নির্ধারিত অধিককাল ভাতার সমানুপাতে অতিরিক্ত বৃত্তি প্রদান সাপেক্ষে হইতে হইবে।

১৬। **প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ**।—প্রত্যেক শিক্ষাধীনকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, কারখানার পোশাক, যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক, ড্রইং সরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতি বিনামূল্যে সরবরাহ করিতে হইবে এবং এইসকল দ্রব্যাদি মালিকের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৭। **শিক্ষাধীনতা কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি**।—(১) মালিক শিক্ষাধীনের যথাযথ এবং কার্যকর তদারকি, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাধীনের সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া সার্বক্ষণিক বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে এক বা একাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন এবং তাহাদের উপর সুচারুভাবে শিক্ষাধীনতা কার্যক্রম পরিচালনার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করিবেন এবং অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ মালিকের নিকট সরাসরি দায়ী থাকিবেন।

(২) একশত বা ততোধিক শিক্ষাধীন ব্যক্তি রহিয়াছেন এমন প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কর্মচারীসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণ বিভাগ থাকিবে।

(৩) বিশ জনের বেশি কিন্তু একশত জনের কম শিক্ষাধীন নিয়োজিত রহিয়াছেন এমন প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে নিয়োজিত শপ ফোরম্যান বা সুপারভাইজারদের সহায়তায় শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সার্বক্ষণিক শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) বিশ জন বা এর চেয়ে কম শিক্ষাধীন নিয়োজিত রহিয়াছেন এমন প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষক (যিনি শপ ফোরম্যান বা সুপারভাইজার হইতে পারিবেন) এর সহায়তায় শিক্ষাধীনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তাকে তাহার স্বাভাবিক দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে।

১৮। **সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক শিক্ষা**।—(১) যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসারে কোন মালিক এককভাবে অথবা দুই বা ততোধিক মালিক যৌথভাবে শিক্ষাধীনের জন্য তাত্ত্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন শিক্ষাধীন যে সময়ে তাত্ত্বিক শিক্ষায় যোগ দিবেন উক্ত সময়ে তাহার বৃত্তি হইতে কোন কর্তন করা যাইবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন মালিক যৌথভাবে তাত্ত্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, সেইক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের নির্ধারিত এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক আনুপাতিক হারে ব্যয় বহন করিবেন।

১৯। **শিক্ষাধীনের বদলী**।—একজন শিক্ষাধীনকে প্রশিক্ষণের সুবিধার জন্য এক মালিকের প্রতিষ্ঠান হইতে অন্য মালিকের শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশায় সংশ্লিষ্ট মালিকদের এবং শিক্ষাধীনের পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে বদলী করা যাইবে।

২০। **মেয়াদপূর্তির পূর্বে শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণের অবসান।**—অবেক্ষাকাল সমাপ্ত করিবার পর, যুক্তিসংগত কারণে শিক্ষাধীনতা সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও চুক্তির শর্ত মানিয়া চলিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ অপারগ হন, তবে কোন শিক্ষাধীনের প্রশিক্ষণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই শেষ করা যাইবে।

২১। **পেশা পরিবর্তন।**—শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণের স্বার্থে পেশা পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে যোগ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া একজন শিক্ষাধীন তাহার মূল পেশা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

২২। **রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ এবং পারদর্শিতার প্রতিবেদন দাখিল।**—(১) প্রত্যেক মালিক প্রত্যেক শিক্ষাধীন সম্পর্কে তফসিলে বর্ণিত ফরম ৪ এ একটি শিক্ষাধীনতা রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং শিক্ষাধীনতা বছর আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার তিনটি কপি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রেরিত রেজিস্টার এ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কলামে প্রত্যেক শিক্ষাধীনকে রেজিস্ট্রি করিয়া উহার নম্বরসহ উক্ত ফরমের একটি কপি মালিকের নিকট ফেরত পাঠাইবে এবং অন্যকপি রেকর্ড হিসাবে তাহার কার্যালয়ে রাখিয়া দিবে।

(৩) পরবর্তী সময়ে শিক্ষাধীনতার কোন বিষয়ে পরিবর্তন হইলে তাহা অবিলম্বে মালিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তাহার অফিসে রক্ষিত রেকর্ড সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাইবেন।

(৪) প্রত্যেক মালিক প্রত্যেক শিক্ষাধীনের জন্য তফসিলে বর্ণিত ফরম ৫ এর একটি করিয়া পারদর্শিতার প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং প্রতিটি সাময়িক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা তাহার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষরের জন্য তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

২৩। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই বিধিমালায় কোন বিধানের অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরণ বা কোন ফরমের তথ্যের সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ধন বা উক্ত বিধিমালা বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষ কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে কিংবা পরিপত্র জারী করিতে পারিবে।

২৪। **বিরোধ নিষ্পত্তি।**—প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মালিক ও শিক্ষাধীনের মধ্যে কোন সময় কোন বিরোধ দেখা দিলে তাহা যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৫। **নিষ্পত্তি, ইত্যাদি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার দন্ড।**—এই বিধিমালার অধীনে কোন বিষয় নিষ্পত্তি, কোন সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী কোন মালিক বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হইলে ধারা ২৯৩ অনুযায়ী অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং আইনের বিধান অনুযায়ী উহা নিষ্পত্তি হইবে।

তফসিল

ফরম-১

শিক্ষাধীনতা চুক্তি

(বিধি ১০ দ্রষ্টব্য)

২০.....সনের .....তারিখ .....(প্রতিষ্ঠানের নাম).....

অতঃপর মালিক হিসেবে উল্লিখিত, এবং .....(শিক্ষাধীনের নাম) .....

পিতা ঃ .....

মাতা ঃ .....

বর্তমান ঠিকানা ঃ.....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

অতঃপর শিক্ষাধীন হিসেবে উল্লিখিত এবং জনাব/ বেগম .....

পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবকের নাম .....

বর্তমান ঠিকানা ঃ.....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

অতঃপর পিতা/মাতা বা আইনানুগ অভিভাবক হিসেবে উল্লিখিত, ইহার মধ্যে অত্র চুক্তি সম্পাদিত হইল ।

যেহেতু এই শিক্ষাধীন ..... (পেশার নাম) .....(প্রতিষ্ঠানের নাম) এই গ্রাজুয়েট/সুপারভাইজার/ ট্রেড এপ্রেনটিস হিসেবে প্রশিক্ষিত হইতে আগ্রহী ;

অতএব, এতদ্বারা মালিক উক্ত আগ্রহ বিবেচনা করিয়া শিক্ষাধীনকে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাধীনতা কার্যক্রমের শর্তাবলী অনুসারে ও সাপেক্ষে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য গ্রহণ করিলেন ।

শিক্ষাধীন জনাব/ বেগম ..... বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে এবং অত্র চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন ;

শিক্ষাধীনের পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবক এতদ্বারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে অত্র চুক্তি মানিয়া চলিতেছেন কিনা এবং কর্তব্য পালন করিতেছেন কিনা তাহা দেখিবার জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ করিলেন ;

মালিকের সঙ্গে উপরোক্ত কার্যক্রমে ধার্যকৃত শিক্ষাধীনতার মেয়াদ শুরু হইবে ২০.... সনের .... তারিখে এবং সমাপ্তি হইবে ২০ ..... সনের .....তারিখ ;

অত্র শিক্ষাধীনতা কেবলমাত্র মালিক ও শিক্ষাধীনের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে পরিসমাপ্ত হইতে পারিবে।

উপরোক্ত বর্ণনা সত্ত্বেও, শিক্ষাধীন তাহার প্রশিক্ষণ কাজে অসন্তোষজনক অগ্রগতি প্রদর্শন করিলে অথবা শৃংখলাজনিত কারণে আইন অনুসারে মালিক কর্তৃক যোগ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্বাহ্নে আলোচনাক্রমে শিক্ষাধীনতার অবসান করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

মালিক কর্তৃক অত্র চুক্তির শর্তাবলী পূরণ করা সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাধীন তাহার প্রশিক্ষণ গ্রহণের মেয়াদের মধ্যে এককভাবে মালিকের চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গেলে শিক্ষাধীন চুক্তিভঙ্গের পূর্ববর্তী ১২ মাসে মালিক কর্তৃক বৃত্তি হিসেবে খরচকৃত অর্থ মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন ;

যেকোন পক্ষ, যেকোন সময় কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে অত্র চুক্তির যে কোন অংশের ব্যাখ্যার জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারিবেন এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা অপর পক্ষ হইতে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

এতদার্থে পক্ষগণ এতদ্বারা অত্র চুক্তিপত্রের তিন কপিতে তাহাদের নাম স্বাক্ষর ও সীলমোহর দিলেন।

(প্রতিষ্ঠানের নাম) ..... -র পক্ষে

মালিক/নিয়োগ কর্তার স্বাক্ষর

স্বাক্ষর .....

(শিক্ষাধীন)

.....

(পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবক)

.....

(স্থায়ী ঠিকানা)

** [শিক্ষাধীন ২১ বছরে নিম্নবয়স্ক হইলে প্রযোজ্য।]

ফরম-২

উপস্থিতি ও পরীক্ষার ফলাফল

{বিধি ১৩(২)}

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....

.....

.....

শিক্ষাধীনের নাম ঃ .....

পিতার নাম ঃ .....

মাতার নাম ঃ .....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

.....

.....

.....

রেজিস্ট্রেশন নং....., পেশা....., স্তর.....

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাধীনতা প্রশিক্ষণের

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর—

তারিখ.....

ক-মাসিক উপস্থিতি রেকর্ড

মাস	অনুষ্ঠিত বক্তৃতা	কতগুলো বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়াছেন	ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মোট ঘন্টা	মোট কত ঘন্টা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন	মন্তব্য	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

খ-পরীক্ষার ফলাফল

বিষয়	বিভিন্ন যাচাই ও পরীক্ষাসমূহের নাম	বিভিন্ন পরীক্ষা ও যাচাই এ প্রাপ্ত নম্বর	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মন্তব্য ও স্বাক্ষর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
যোগ্য কর্তৃপক্ষ বা তার প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর			

ফরম-৩

প্রত্যয়নপত্র

{বিধি ১৩(৩)}

(প্রতিষ্ঠানের নাম) .....

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে.....

পিতা ..... মাতা .....

মেসার্স.....

এর..... একজন শিক্ষাধীন ।

তার রেজিস্ট্রেশন

নং.....

২০.....সনের .....মাসে নির্ধারিত পাঠক্রম অনুযায়ী অনুষ্ঠিত.....

লেভেলের চূড়ান্ত শিক্ষাধীনতা পরীক্ষায় কৃতকার্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।

.....শিক্ষাধীনতা..... বছর মেয়াদী ছিল ।

মালিক বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বক্ষর—

তারিখ.....

ফরম-৪

শিক্ষাধীনতা রেজিস্টার

{বিধি ২২(১)}

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ.....

ঠিকানা ঃ.....

ক্রমিক নং	শিক্ষাধীনের নাম	পিতা/মাতা/স্বামীর নাম	স্থায়ী ঠিকানা	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাধীনতা যোগ্য পেশা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

ছুটি	শিক্ষাধীন হিসাবে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাধীনের নিবন্ধন নং	পূর্ণ শিক্ষাধীনতার মেয়াদ (বছর)	শিক্ষাধীন যে তারিখে কৃতকার্যতার সঙ্গে তাহার কোর্স সমাপ্ত করিয়াছেন	বৃত্তির মাসিক হার	মন্তব্য
(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)

ফরম-৫

পারদর্শিতা রেজিস্টার

{বিধি ২২(৪)}

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ.....

ঠিকানা ঃ.....

ক্রমিক নং	শিক্ষাধীনের নাম	পিতার নাম	স্থায়ী ঠিকানা	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

পরীক্ষার ফলাফল

বিষয়সমূহ	বিভিন্ন যাচাই ও পরীক্ষাসমূহের নাম	বিভিন্ন পরীক্ষা ও যাচাই এ প্রাপ্ত নম্বর	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মন্তব্য ও স্বাক্ষর

.....

যোগ্য কর্তৃপক্ষ বা তাহার প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মাহফুজুল হক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।